যায়যায়দিন

তারিখ ... 19 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

চট্টগ্রামে এসএসসি পরীক্ষায় নিবন্ধনের পরও ঝরে পড়েছে ১২ হাজার শিক্ষার্থী

চট্টগ্রাম অফিস

দুইদিনের নোটিশে বিয়ে ঠিক। নতুন ক্লাসের বইয়ের গন্ধ, স্কুলের মেঠোপথ, ক্লাসের বান্ধবী সব ছেড়ে রেশমাকে চলে যেতে হলো শ্বশুরবাড়িতে। ক্লাস নাইনে রেজিস্ট্রেশনই হলো শুধু। বিয়ের পর স্কুলে যাওয়া বন্ধ। তাই দেয়া হয়নি এবারের এসএসসি পরীক্ষা। চোখের জলের সঙ্গে রেশমার স্বপ্নগুলোও ফিকে হয়ে গেছে, এমনটিই ভাবে রেশমা।

শুধু রেশমা নয়, চট্টগ্রামে এমন অনেক ছাত্রীকে বিয়ে নামক সুন্দর ভবিষ্যতের হাতছানিতে অভিভাবকরা মেয়েদের রেজিস্ট্রেশনের পরও পড়াশুনা বন্ধ করে দিচ্ছেন। ফলে ঝরে পড়ছে শিক্ষার্থী। এছাড়া অর্থনৈতিক টানাপড়েন, নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা, অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবসহ নানা কারণে চট্টগ্রামে নিবন্ধনের পরও এসএসসি পরীক্ষার্থী ঝরে পড়ছে।

চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মজিবুল আলম চৌধুরী বলেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেই মূলত শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ে। অনেক অভিভাবক মেয়েদের লেখাপড়ায় আগ্রহী হন না। ছেলেদের রোজগারের আশায় কাজে লাগিয়ে দেন। তাই নবম শ্রেণীতে নিবন্ধিত হয়েও ছাত্রছাত্রীরা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

চট্টগ্রামে এবার এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬২ হাজার ৩৭ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৩০ হাজার ৪৩৭ জন ও ছাত্রী ৩১ হাজার ৬০০ জন। কিন্তু ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণীতে নিবন্ধিত হয়েছিল ৭৪ হাজার ৭৯৭ জন। ঝরে পড়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ হাজার ৭৬০ জনে। শতকরা হিসাবে ঝরে পড়ার হার দাঁড়ায় ১৭ ভাগ।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক আলী হোসেন বলেন, বিভিন্ন কারণে ছাত্রছাত্রীরা ঝরে পড়ছে। বিশেষ করে স্কুলের শিক্ষার গুণগত মানে সমস্যা রয়েছে। গ্রামের স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের পাঠোপযোগী করে পড়ানো হয় না। রয়েছে শিক্ষক সঙ্কট। প্রধান

শতকরা হিসাবে ঝরে পড়ার হার ১৭ ভাগ

শিক্ষকের জায়গায় রয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। ফলে পড়াশুনার দিক-নির্দেশনা একজন অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীরা পায় না।

চট্টগ্রামে এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনেই বহিষ্কার হয়েছে ৭ জন। অনুসন্ধানে জানা যায়, বৃহত্তর চট্টগ্রামে ৯২২টি স্কুল রয়েছে। স্কুলগুলোতে রয়েছে শিক্ষক সঙ্কট ও শিক্ষাদানে গুণগত সমস্যা। চট্টগ্রাম মহানগরে ১৫৬টি, চট্টগ্রাম উত্তরে ২৮১টি, দক্ষিণে ২১০টি, কক্সবাজারে ১২২টি, রাঙামাটি ৭৪টি, খাগড়াছড়িতে ৫০টি, বান্দরবানে ২৯টি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে, শতকরা ৬০ ভাগ স্কুলেই রয়েছেন প্রধান শিক্ষকের জায়গায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। আলী হেসেন আরো বলেন, নির্বাচনী পরীক্ষায় খারাপ করায় ছাত্রছাত্রীরা ঝরে পড়ে বেশি। এবারের পরীক্ষায় দেখা গেছে, নিয়মিতদের সঙ্গে অনিয়মিতদের সংখ্যাও কম নয়। এলাকাভিত্তিক স্কুল পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চট্টগ্রাম জেলায় নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩১ হাজার ২৬১ জন ও অনিয়মিত ১৬ হাজার ১৯৭ জন। রাঙামাটিতে ১৯৯৬ জন নিয়মিত ও অনিয়মিত ১ হাজার ৪৪১ জন। খাগড়াছড়িতে ১ হাজার ৮৩৪ জন নিয়মিত ও অনিয়মিত ১ হাজার ১৬১ জন। বান্দরবানে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৪৬ জন ও অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৫৪ জন এবং কক্সবাজারে ৪ হাজার ৫৭২ জন নিয়মিত ও অনিয়মিত ২ হাজার ৩২২ জন।

শিক্ষাবিদ ড. সৌরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো আনন্দ নেই। শিক্ষার্থীদের ফেল করার পেছনে এটাই দায়ী। অভিভাবকদের অর্থনৈতিক অবস্থাও এর জন্য দায়ী।

খোটাখালি কক্সবাজার কিশলয় উচ্চ বিদ্যালয়ের মাওলানা তৈয়ব বলেন, অভিভাবকদের অসচেতনতাও এর জন্য দায়ী। একজন ছাত্রী পড়াশুনায় ভালো করে যাচ্ছে, পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পাচ্ছে, কিন্তু দুবাইওয়ালা কিংবা অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ছেলে পেলেই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। বিয়ের পর ছাত্রীটির মনোযোগ আর সেই অবস্থায় থাকে না। ফলে এসএসসি পরীক্ষা দিলেও পাস করতে পারে না। অনেক সময় শ্বশুরবাড়ির বাধাও ছাত্রীটির পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।